দেখতে দেখতে পার হয়েছে আরো বিশ বছর। সাকেরের মতো মাসুদ খানও বুড়িয়েছে। মাসুদের সেই জাকজমক আর নেই। ডেক কোথাও এবড়ো থেবড়ো, লাউঞ্জের ঝকঝকে লাল কার্পেট মাঝে মধ্যে ছিড়ে একাকার, এখন শুধু ডাস্টবিনে যাবার আগে যেন কোনমতে নিজের পুরনো অবস্থানে আঁকড়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা মাসুদ খানের। সাকেরের চুলও সাদা, যেন এক ঝাক কাশ ফুল ওর গালের বলি রেখাগুলো স্পষ্ট। নিজের হাতের দিকে তাকালো সাকের। বিশ বছর আগের সেই টান টান ভাব আর নেই। এ যেন মাসুদ খানের সাথে পাল্লা দিয়ে বুড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আজও ডেকে বসে আছে সাকের, চাঁদ উঠেছে আকাশে। মিষ্টি আলোয় ভরে আছে আকাশ। এখন কী মাস, কার্তিক? হ্যাঁ, এবারও হেমন্ত। লাউঞ্জ ভরে আছে প্রকৃতি প্রেমিতে। আজও একটা ছোট্ট মেয়ে হইচই করছে ডেক জুড়ে। তাকে সামলাতে ব্যস্ত তার মা।

আচ্ছা সেই মিষ্টি ছোট মেয়েটা অথৈ না! মিষ্টি মেয়ে অথৈ—বড় চঞ্চল, যেন ছোট্ট ঝর্ণার মাঝে ছলকে চলেছে একঝাঁক রুপালি মাছ। আচ্ছা, অথৈ তুমি কেমন আছ! তুমি কি সত্যি আমার এ গল্প পড়েছ। আমি তো স্বার্থপরের মতো পরের স্টেশনে নেমে গিয়েছিলাম ঘন্টা খানেক পরে। তুমি কী রাতের চাঁদের মতো তোমার মায়ের কোলে আবার ফিরে এসেছিলে? তার কোল ভরে দিয়েছিলে ভালবাসায়!

চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে মাসুদের গায়ে আছড়ে পড়া ছোট ছোট ঢেউ। সাকেরের দৃষ্টি যেন সেঁটে আছে সেই দিকে। হঠাৎ মনে হলো আশপাশে কেউ নেই, শুধু একা ও। ছুটতে ছুটতে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অথৈ। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললো—আমাকে চিনতে পেরেছ আংকেল? আমি অথৈ।

সাকের অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলো। গভীর মমতা ওকে বিহবল করে তুলেছে। দ্রুত সামনে বাড়ালো দুই হাত। চেয়ার থেকে সামান্য ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিতে গেলো।

হঠাৎ যেন মুঠি মুঠি জোৎস্না এসে ভরে গেল লাউঞ্জ। ওরা খেলতে লাগলো ছোট্ট অথৈর সাথে। অথৈ হাত তালি দিয়ে নাচতে শুরু করেছে ওদের সাথে। ওর মিষ্টি কল কল হাসিতে ভরে তুলছে লাউঞ্জ।

খেলতে খেলতে হঠাৎ আলোর মিছিলে নাই হয়ে গেলো অথৈ। দূরে, আরো দূরে! হঠাৎ দপ করে নিভে গেলো সব আলো।

সাকেরের গলা চিরে আর্তনাদের মতো বের হয়ে এলো—অথৈ!

তন্দ্রা কেটে যাওয়ায় ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলো সাকের। তাকালো এদিকে সেদিকে। লাউঞ্জ প্রায় খালি হয়ে আছে রাত বাড়াতে।

নিজের রুপালি চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বুকের চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলো সাকের।

তুমি ভাল আছ তো!

তুমি এখন কেমন আছ অথৈ!

আলেয়ার অলিন্দে

আমি চককেট খাব—হাত বাড়ায় সেহান।

ছোট্ট দুটো হাতের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসে রাজীব—কী খাবে আঙ্কেল। চকলেট?

চককেট খাব, চককেট, তুমি আনবে চককেট আমার জন্য—তিন বছরের সেহান ওর হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে অনর্গল বলতে থাকে।

ভাল লাগছে রাজীবের। সেহানের দিকে হাত বাড়ায় সে হাসি মুখে।

রাজীব পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়েছে বছরখানেক আগে। মাত্র একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। বড় হয়ে গেছে দু'জনেই। ওরা থাকে ওদের মতো করে, সাত সাগর আর তের নদী পারে। গত ক'দিনেই রাজীবের একাকী জীবনে সেহানের সাথে রীতিমতো সখ্য গড়ে উঠেছে।

রাজীব গভীর মমতায় হাত বাড়ায় সেহানের দিকে। ওর নরম হাত দুটো নিজের মুঠোয় নিয়ে আদর করে। অনুভব করে নিজের অতীতকে। ফিরে তাকায় ফেলে আসা পথের দিকে। একদিন ওর হাসানও এমন ছোট্ট ছিল। আর মিতা! সে তো হইচই করে মাতিয়ে রাখতো সারাক্ষণ, এই ছোট্ট সেহানের মতো।

চককেট দেবে না আঙ্কেল? আবার প্রশ্ন সেহানের। ছোট্ট সেহানের কথায় বাস্তবে ফেরে রাজীব। হাঁটু গেড়ে বসে ওর পাশে। প্যান্টের ভাঁজ ভেঙে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। কোটের হাতায় লাগছে ধুলো।

বলো তো কে বড়? সেহানের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করে রাজীব।

তুমি, তুমি এত্ত বড়—সেহান হাত উঁচু করে দেখায়।

মাথা নিচু করে রাজীব, সেহানের ঘাড় বরাবর। বলে, বল তো এবার, কে বড়?

সেহান হাসে হই হই করে। ওর হাসিটা অদ্ভুত। সবাই হাসে হা হা, কিংবা হো হো করে। সেহানের বেলায় সেটা উল্টো।

উল্টো হাসতে হাসতেই সেহান বলে তুমি ছোট, তুমি ছোট।

এবার রাজীব ঘাড় উঁচু করে। কটা চককেট খাবে? হাসিমুখে প্রশ্ন করে তাকায় সেহানের মুখের দিকে।

ছোট্ট দুটো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে সেহান দেখায় এই এত্তো, দেবে? দেবে না আঙ্কেল ?

দেব বাবা, দেব তোমাকে এই এত্তো চকলেট দেব। বলতে বলতে রাজীব হাত বাড়ায় সেহানের দিকে।

প্রতিশ্রুতি পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে সেহান। ছোট্ট পায়ে দ্রুত ছুটতে ছুটতে হাত নাড়ে আর বলতে থাকে—আঙ্কেল দেবে, চককেট দেবে। খুশিতে ছুটতে ছুটতে

রাজীবের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, সেহানের পায়ে এখন পাহাড়ি ঝর্ণার গতিময়তা। ছুটতে ছুটতে একসময় হাত বাড়ায়। রাজীব তুলে দেয় ওর হাতে দু'টো চকলেট।

উঠে দাঁড়ায় রাজীব। এগিয়ে যায় লিফটের দিকে। অফিসে যেতে হবে। মন জুড়ে আছে যার প্রশান্তির ছোঁয়া। অনেকদিন পর বড্ড ভাল লাগছে। এ ফ্ল্যাটে নতুনদের মধ্যে রাজীবও একজন। সেহানের বাবা চাকরি করেন। অমায়িক ভদ্রলোক। দু'একবার দেখা হয়েছে। ভাল মানুষ বলতে যা বোঝায়, সব গুণই তাঁর মধ্যে আছে। দেখা হলে একমুখ হাসি নিয়ে কথা বলেন। তবে বাসায় যাওয়া-আসা হয়নি এখনও।

সেহানের মায়ের চেহারা দু'একবার দেখছে রাজীব দূর থেকে। খুব বেশি একটা ঘর থেকে বের হন না তিনি। মা এবং বাবার সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে সেহানের চেহারায়।

সেহান! ওর কথা মনে হতেই অনাবিল হাসি ফুটে ওঠে রাজীবের চেহারায়। বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে সেখানে। বয়সের চোরাবলিতে কখন যে মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে এতোদিন খেয়ালই করেনি রাজীব। বাচ্চা দুটোই আজ কত্তো দূরে! একটা মার্কিন মুলুকে, আর একটা ব্রিটেনে। চাঁদনি চলে গেছে বহুদিন! স্ত্রীর কথা মনে পড়তেই বুকের কোথায় যেন একটা আপার্থিব ব্যথা অনুভব করলো রাজীব। প্রায় দশ বছর। কোথায় তুমি চাঁদনি। বুকের গভীর থেকে এমন একটা নিঃশব্দ গোঙানি বের হয় ওর।

গাড়ি ইস্কাটন ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে বেইলি রোডে অফিসের সামনে থামতেই বাস্তবে ফিরে রাজীব। বেশ বড় ব্যবসা ওর—এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্ট। শাখা আছে চট্টগ্রামে, সিঙ্গাপুরে। তবে নিয়ন্ত্রণ করে রাজীব এখানে বসেই। মাঝে মধ্যে অবশ্য যেতে হয় শাখা অফিস পরিদর্শনে। একদম নির্ঝঞ্ঝাট তবে বিশ্বাস বলতে কিছু নেই এখন আর। দাদা কিংবা বাবার সময়ের জীবিত বিশ্বাস, আস্থা এখন প্রায় রূপকথার গল্প যেন।

ধীর পায়ে নামছে রাজীব। ওর অপছন্দের হলেও অফিসে বসে কিছুটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলবে। তা না হলে কেমন যেন সত্যিকারের বস বলে মনে হয় না। বেশি সহজ সরল হলে আবার কথাও শুনতে চায় না লোকজন। কেউ কেউ তো পেয়েই বসে। তাদের জন্য বাড়ির কাজই বড়। অফিসের প্রতি যেন দায়দায়িত্ব নেই। বরং অফিসই যেন তাদের সবকিছু দেখাশুনা করার দায় নিয়েছে। আর কিছু বললেই ইউনিয়ন ! গোদের উপর বিঁষফোড়া। ন্যায়-অন্যায় না ভেবেই মিছিলে নেমে যাবো "ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখোর কণ্ঠে শুরু করে দেবে ভাঙচুর।

অফিসে ঢুকে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ায় রাজীব। টাইয়ের নটটা ঠিক করে নিয়েছে এ নিয়ে দুবার । হাসে একা একা। গাল ছুঁয়ে দেখে। তাকায় জুলফি থেকে উঁকি দেয়া এক গুচ্ছ সাদা চুলের দিকে। মাথার চুলেও কালোর মাঝে সাদার ছড়াছড়ি। অনুভব করে শরীরের কোষে কোষে বার্ধক্যের পদধ্বনি। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

অফিসের কাজে ডুবে আছে রাজীব। বেলা চলতে শুরু করেছে। এক সময় সূর্যটা লাল আভা ছড়াতে ছড়াতে রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু ঢাকায় সূর্যের রং কখন পাল্টায়

সম্ভবত বই পড়ে জানতে হয়। ব্যস্ত শহরে সূর্যের দাম নেই, দেখার লোকও নেই। কাজের মধ্যে থাকলে রাজীবের অন্য কোনদিকে খেয়াল থাকে না। রাত নেমেছে বুঝল যখন পিয়ন সাদেক আলী এসে টেবিল লাইটের সুইচ অন করে দিল।

কটা বাজে সাদেক? প্রশ্ন রাজীবের

স্যার, মাগরিব পার, সন্ধ্যা অইছে অনেকক্ষণ।

তাই তো, তা হলে যেতে হয়। পথে আবার সেহানের জন্য চকলেট কিনতে হবে। স্বগতোক্তি করে রাজীব।

কিছু কইলেন স্যার? তাকিয়ে আছে সাদেক। অনেক দিনের পুরনো এবং বিশ্বস্ত পিয়ন।

হ্যাঁ, ব্রিফকেসটা গাড়িতে তুলে দাও, বাসায় যাবো।

হ এতো কাম কইরেন না, বয়স অইছে না? বলে ব্রিফকেস নিয়ে ক্যাবিন থেকে চলে যায় সাদেক আলী।

সাদেকেক কথা শুনে অবাক হয় রাজীব। সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকারে ছেয়ে যাবে পৃথিবী। এতো স্বাভাবিক। তবে মেনে নিতে খানিকটা কষ্ট। কখন পঞ্চাশ পার হয়েছে বুঝতেই পারেনি ও। মনটা একটু ভারি ভারি লাগে। এতো কিছু এ জীবনের জন্য ! যা শুরু হতে হতেই শেষের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

অফিসের কামরায় রাজীব দাঁড়িয়ে । উদাস সময় আঁকড়ে ধরে ওকে । সেই শৈশব, যেন ছায়াছবির মতো। দু'একটা মিষ্টি স্মৃতি হঠাৎ ঢেউয়ের মতো উঠে আসে মনের পর্দায়। তারপর কৈশোর, যা বোঝার আগেই পেয়েছে যৌবনের হাতছানি। শুরু হলো সংসার চাঁদনিকে নিয়ে। তারপর এলো ওর ভুবন জুড়ে দুই শিশু। কতো আদর আর ভালবাসা! নেই, কিছু নেই, ও শুধু একা! স্রোতের মতো সব ভাসছে সময়ের সাথে। টেলিফোন করলে হাসান বলে বড্ড ব্যস্ত বাবা। স্টেটসে জীবনটা চলে ঝড়ের বেগে। মিতুরও দম ফেলার সময় নেই। দু'মিনিট কথা বললেই বলবে—বাবা আর একদিন বলবো, এখনই যে কাজে বেরুতে হবে অথবা আগে আগে ঘুমানো দরকার, কাল ভোরে উঠতে হবে যে বাবা। কাজ, কাজ আর কাজ! অবসর কোথায়! আমিও তো কাজেই আছি। কই এতোক্ষণ তো কারও কথাই মনে আসেনি। জীবনটা ভরে করে গেলাম প্রতিষ্ঠার গোলামি! জীবনের মূল্যবান সময় কতটুকু, মনে রাখার মতো! কতটুকু? নিজেকেই প্রশ্ন করে রাজীব। উপার্জন আর প্রতিষ্ঠা পেতে পেতে কেটে গেছে অনেক সময়। যে জীবনের স্থায়িত্বই নেই তার আবার প্রতিষ্ঠা! কাঁদতে ইচ্ছে করছে রাজীবের।

ওর ভাল সময় গেছে চাঁদনির সাথে। দুপুরের খাবার সন্ধ্যায় খেতে হলেও না খেয়ে বসে থাকতো চাঁদনি। কখনো দেরি হলে ভাবতো, টেলিফোনে সুবিধা থাকলে বারবার করতো টেলিফোন। অসুখ হলে উদ্বিগ্নে মুখে বসে থাকতো রাত জেগে। রাজীব ভাবতো—এ হয়তো আদিখ্যেতা কিংবা বাঙালি সেন্টিমেন্ট। আসলে তা ছিল না— ছিল এক নির্ভেজাল ভালবাসা। আহা চাঁদনি! তুমি যদি থাকতে পাশে—

রাজীবের মনে হলো, হাত বাড়িয়ে ডাকছে চাঁদনি, সেই মুখ সেই হাসি, সেই চোখ? কোলে হাসান আর পাশে বসে খেলছে মিতু। হাসান বলছে বাবাল কোলে যাবো, বাবাল কোলে যাবো।

হাসছে চাঁদনি—বাবাল নয় বুদ্ধু, বাবার, বলে গাল ধরে আদর করছে হাসানের। দু'হাত মেলে বার বার ওর কোলে আসতে চাইছে হাসান। ব্রিফকেস রেখে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে নেয় রাজীব। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় দু'গাল। খিল খিল করে হাসে হাসান। হাত নেড়ে বলে বাবা ভাল, বাবা ভাল।

আর মা? প্রশ্ন করে রাজীব ছেলেকে। মা বকে, বাবা, মা মালে। উউ মা মালে। হাত তুলে মাকে দেখায় হাসান। আর বাবা? ছেলেকে বুকে জাপটে ধরে রাজীব। বাবা ভাল—বাবা ভাল, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে হাসান।

মা মালে—হাত দিয়ে বাবা? রাজীব সকৌতুক জিজ্ঞেস করে ছেলেকে। এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ে হাসান। মালে মুখে, বাবা, মা পচা।

তবে রে বাছাধন, হাসতে হাসতে একটা চাটি মারে ছেলের মাথায় চাঁদনি

ততোক্ষণে খেলা ছেড়ে মিতুও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাবার দিকে। পিঠেপিঠি ভাইবোন ওরা। বয়সের ব্যবধান দু'বছরেরও কম। বাবা চকলেট। ওহ্‌হো, তাই তো, মাকে আমার চকলেট দেয়া হয়নি! চাঁদনি ডান পকেটে চকলেট, বের করো। স্ত্রীকে বলে রাজীব।

চাঁদনি বকে বাচ্চাদের। বাবাকে বিশ্রাম করতে দে, সারাদিন খেটেখুটে এলো। কে শোনে কার কথা। দু'হাতে দু'টো চকলেট নিয়ে মিতু ততোক্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাবা কোলে, বাবা কোলে।

রাজীব দুই সন্তানকে দুই কাঁধে নিয়ে সহাস্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরময়। হাসান মিতুর মুখে আর হাতে চকলেটে মাখামাখি। আদর করে বাবার চুলে মুখে হাত দিচ্ছে ওরা। চকলেট লাগছে রাজীবের গালে, নাকে।

পিছন পিছন ছুটছে চাঁদনি। নামিয়ে দাও ওদের। হাতমুখ ধুয়ে কিছু একটা খেয়ে নাও, পরে খেলবে ওদের সাথে। চাঁদনি ছুটছে পিছুপিছু। দুই কাঁধে দুই সন্তান, কাঁধের উপর দুই শিশু হাসছে অনবরত, যেন এক ঝাঁক কবুতরের বাক বাকুম করে চলেছে। হাসান আবার কিছুক্ষণ পর পর বলছে ঘোলা চল, চলে ঘোলা।

সেই ঘোড়া চলছে আজও। কিন্তু উদ্যান শূন্য করে সহিসেরা চলে গেছে দূরে। ওরা কেউ নেই, নেই চাঁদনিও, নেই সেই ভালবাসা। রাজীবের কপাল বেয়ে চিকন ঘামের ধারা নামতে শুরু করেছে। খুব অস্থির লাগছে। হঠাৎ যেন চাঁদনি এগিয়ে এলো, হাতে হাত পাখা। বললো বাতাস করে দিই, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো। অনেক কাজের পর ক্লান্ত হয়ে গেছ।

শুয়ে পড়েছে রাজীব। চাঁদনি হাতপাখা নেড়ে বাতাস করছে, বাতাস করেছে চাঁদনি। তার মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে। রাজীবের মুখে হাসি ফুটছে। কিছু একটা বলতে চাইছে চাঁদনিকে। হাত বাড়ায় তার দিকে। একটুখানি ছুঁয়ে দেখতে চায়, কেমন আছে চাঁদনি। কতদিন পরে দেখা। চাঁদনির মুখে হাসি। সেই হাসি, দেখলো রাজীব, বহুদিন পর—বাসর রাতের সেই হাসি, লজ্জা ও ভালবাসার হাসি। হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইলো রাজীব, পারলো না। কিছু একটা বলতে চাইছে, পারলো না বলতেও। কেমন যেন নিঃসাড় লাগছে। কোথাও কি বাজ পড়েছে!

হঠাৎ সাদেক আলী চিৎকার করে উঠলো, স্যার আপনার কী অইছে। সাদেকের চিৎকারে আশপাশ থেকে আরো লোকজন ছুটে আসতে শুরু করলো।

-0-